যুগান্তর

... 0 8 FEB 2015 ...

আতংক নিয়ে দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষা দিল শিক্ষার্থীরা

আজ ও মঙ্গলবারের পরীক্ষা শুক্র ও শনিবার

যুগান্তর রিপোর্ট

আতংক আর ঝুঁকি নিয়েই দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা শেষ করেছে এসএসসি ও সমমানের শিক্ষার্থীরা। শনিবার দেশের বাইরে আটটি ও সারা দেশে তিন সহস্রাধিক কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। এদিন ৫ হাজার ৫১৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল। ৭১ শিক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। অবহেলার দায়ে অব্যাহতি দেয়া হয় ১৭ শিক্ষককে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট আজ সকাল ৬টা থেকে ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে। এ কারণে আজ ও মঙ্গলবারের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা দুটির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১ ● ছবি : পৃষ্ঠা ২০

পরীক্ষা : মঙ্গলবারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আজকের পরীক্ষা ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ৯টা এবং মঙ্গলবারের পরীক্ষা ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় নেয়া হবে। শনিবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

আজ এসএসসিতে ইংরেজি প্রথমপত্র, দাখিলে আরবি প্রথমপত্র এবং কারিগরিতে গণিত-২ পরীক্ষা ছিল। মঙ্গলবার নির্ধারিত ছিল এসএসসিতে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র, দাখিলে আরবি দ্বিতীয়পত্র এবং কারিগরিতে সকালে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়-২ এবং বিকালে সমাজবিজ্ঞান-২ বিষয়ের পরীক্ষা।

শনিবার দ্বিতীয় দিন এসএসসিতে বাংলা (আবশ্যিক) দ্বিতীয়পত্র, দাখিলে হাদিস শরিফ এবং কারিগরিতে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা নেয়া হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, রাজশাহী বোর্ডের এদিনের বাংলা দ্বিতীয়পত্রের অবজেকটিভ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। নাটোর প্রতিনিধি জানান, জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভুলবশত আজকের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র শুক্রবার পরীক্ষাকালে বিতরণ করা হয়েছিল। একটা পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে শিক্ষার্থীদের কেউ প্রশ্ন পুরোপুরি দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা তা ফেরত নেন। কিন্তু ৭টি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়নি।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে এক ধরনের দেখাদেখির পরিবেশ ছিল। বিশেষ করে ঢাকার ডেমরার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র, ফার্মগেট এলাকার কয়েকটি কেন্দ্র এবং গুলশানের কালাচাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ বেশি। এসব কেন্দ্রে ঢাকার বাণিজ্যিক স্কুলগুলোর কেন্দ্র পড়েছে।

জানতে চাইলে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সামসুল কালাম আজাদ যুগান্তরকে জানান, প্রশ্নপত্র এভাবে আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে চলে যাওয়ার ঘটনা বড় ভুল। আমরা এ কারণে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবকে বরখাস্ত করেছি। তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের হাতে চলে গিয়েছিল অবজেকটিভ প্রশ্নের 'ঘ' সেট। আমরা ওই সেটে পরীক্ষা নেইনি। এভাবে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা করেছি। তবে এটা ঠিক যে, অবজেকটিভের সব সেটেই একই প্রশ্ন থাকে, শুধু প্রশ্নের ক্রমিকটা এলটপালট করা হয়। সেই বিবেচনায় বলা যায় যে, যারা প্রশ্ন দেখেছে তারা হয়তো দু-চারটি সুখস্থ করতে পারে। তবে ৭টি প্রশ্নপত্র না পাওয়া বা প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি।'

২০১০ সাল থেকে এসএসসির প্রশ্নপত্র সারা দেশে একটি হলেও এবার প্রত্যেক বোর্ডের আলাদা প্রশ্ন হয়েছে। সেই হিসেবে শুধু রাজশাহী বোর্ডের এই প্রশ্নপত্রটিই আগেভাগে শিক্ষার্থীদের কাছে চলে গেছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা বিষয়ে গঠিত সাব-কমিটির প্রধান ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ জানান, শনিবারের পরীক্ষায় সারা দেশে ১৩ লাখ ৬৯ হাজার ৬৩৬ জন অংশ নেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫১৩ জন কেন্দ্রে যাননি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত ছিল কারিগরিতে ১ হাজার ২৪১ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে ৯৬০, ঢাকা বোর্ডে ৭৭০, রাজশাহীতে ৪০৯, কুমিল্লায় ৫৯৫, যশোরে ৪৬২, চট্টগ্রামে ২১৩, সিলেটে ১৯১, বরিশালে ১৯০ ও দিনাজপুরে ৪৮২ জন। মোট ৭১ জন বহিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে ঢাকায় ১৭, রাজশাহীতে ১, কুমিল্লায় ২, সিলেটে ২, বরিশালে ২, দিনাজপুরে ১, কারিগরিতে ৩৫ এবং মাদ্রাসা বোর্ডে ১১ জন রয়েছে।

ছিল তীব্র উৎকণ্ঠা : লাগাতার অবরোধের মধ্যেই পরীক্ষা নেয়ায় শনিবার তীব্র উৎকণ্ঠা ও আতংক নিয়েই শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে হয়। রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে অভিভাবকদের মধ্যে উৎকণ্ঠার আঁচ পাওয়া যায়। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান, ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন এলাকায় অভিভাবকরা ঝুঁকি মাথায় নিয়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। যদিও পরীক্ষাকে সামনে রেখে সরকার ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়। পুলিশ ও আনসারের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক বিজিবি এবং র‍্যাব সদস্যরা প্রায় সারা দেশেই পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে টহল দেন। এদের বাইরে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগসহ সরকারদলীয় নেতাকর্মীরাও পাহারা বসান।

ঢাকার আজিমপুর গার্লস স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক হাসনাইন খুরশিদ বলেন, 'অন্য সময় হলে পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম, কিন্তু এখনকার উৎকণ্ঠা নিরাপত্তা নিয়ে, ভালোয় ভালোয় বাসায় ফিরতে পারব কি?' মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষমাণ অভিভাবক সীমা আসলাম বলেন, 'অন্য সময় হলে মেয়েকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দিয়ে বাসায় রান্না করে আবার আসতাম। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে সেই সাহস আর হল না।' পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে ছেলে পড়তে বসতে চায় না বলে জানালেন অপর পরীক্ষার্থীর মা খাদিজা বেগম।

১৭ শিক্ষককে অব্যাহতি : বাগেরহাটের শরণখোলায় শুক্রবার এসএসসির বাংলা প্রথমপত্রের অবজেকটিভ পরীক্ষায় ওএমআর শিট বিতরণে ভুলের কারণে ১৭ শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। শরণখোলা প্রতিনিধি বাবুল দাস জানান, উপজেলার রায়েন্দা পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রের ৪ ও ৫ নম্বর কক্ষে প্রশ্নের সেটের সঙ্গে ভুলে অন্য কোডের ওএমআর শিট দেয়া হয়। বিষয়টি পরীক্ষার শেষের দিকে নজরে আসে। তখন হাতে সময় কম ছিল। তখন তড়িঘড়ি ওই শিট পাল্টিয়ে নতুন শিটে পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু এতে কপাল পোড়ে পরীক্ষার্থীদের। ওই কেন্দ্রের ছাত্র ইমরান হোসেন, রাকিব, গোপাল চন্দ্র দাস, পল্লব কুমার দাস, জাহিদ হোসেন ও বরকত হোসেনসহ অন্যরা জানায়, তারা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি।

শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন : চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, শিক্ষামন্ত্রী দ্বিতীয় দিন চট্টগ্রাম নগরীর কলেজিয়েট স্কুলসহ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সন্ধ্যার মধ্যে হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। পরে বিকাল ৪টার দিকে সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করে পরীক্ষা পেছানোর ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমি আমার সন্তানদের নিয়ে চ্যালেঞ্জে আছি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাকে সহযোগিতা করুন। তিনি আরও বলেন, এসএসসি যারা দিচ্ছে তারা আমার-আপনার সবার সন্তান। এই সন্তানদের শিক্ষা জীবনের দিকে চেয়ে আমি অন্তত পরীক্ষা চলাকালীন হরতাল-অবরোধ না করার জন্য আবুল আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এতে কর্ণপাত করেনি। এসব কথা খালেদা জিয়ার হৃদয় স্পর্শ করেনি।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শাহজাহান, চট্টগ্রাম বোর্ডের সচিব ড. পীযুষ দত্ত, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী প্রতিটি কেন্দ্রের বিভিন্ন হলে ১ থেকে ২ মিনিট অবস্থান করেন। তবে কেন্দ্রের বাইরে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের সঙ্গে খোলা রাস্তায় হেঁটে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এমন দুরবস্থার জন্য তিনি সহমর্মিতা জানান। একই সঙ্গে বাকি পরীক্ষা সুন্দরভাবে শেষ করার ব্যাপারে তিনি অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।